আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলায় কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত

সম্পাদনা
রাখাল চন্দ্র নাথ

ATHARO O UNISH SHATAKER BANGLAI
KRISHAK ASANTOSH O BIDROHER ITIBRITTA
Edited by Rakhal Chandra Nath

© প্রগতিশীল প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০১৮

প্রচ্ছদ-শিল্পী : ঋতদীপ রায়

ডি.টি.পি. কম্পোজ
এ. কে. এন্টারপ্রাইজ
৭২/২বি, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

দাম : ২৫০
Rupees Two hundred and fifty only

ISBN : 978-81-89846-69-5

মুদ্রক
নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৭

প্রকাশক
প্রগতিশীল প্রকাশক
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

আদিবাসী চেতনা ও সাঁওতাল বিদ্রোহ : সাম্প্রতিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা ২০৭
প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়

নীলবিদ্রোহ ২১৫
শর্মিলা দত্ত বণিক (বিশ্বাস)

বাকেরগঞ্জের তুষখালী বিদ্রোহ ২৪১
তন্ময় ভট্টাচার্য

যশোর-খুলনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) ২৫১
শর্মিষ্ঠা নাথ

সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্রোহ, ১৮৬১ ২৭৭
সোমা নিয়োগী

পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩) ২৮৪
দোলা সরকার

মুন্ডা বিদ্রোহ ২৯৮
সুভাষ বিশ্বাস

গান ও ছড়ায় পূর্ব ভারতে আদিবাসী বিদ্রোহ ৩১৪
অতুল চন্দ্র ভৌমিক

লেখক পরিচিতি ৩২৭

আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলায় কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত

সম্পাদনা
রাখাল চন্দ্র নাথ
প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া

পরিবেশক
মিত্রম্
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রগতিশীল প্রকাশক
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭০০ ০৭৩

পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩)

দোলা সরকার

'পাবনা জেলার ইসুফশাহী পরগনাতে (সিরাজগঞ্জ মহকুমা) ১৮৭৩ সালে এক ব্যাপক ও তীব্র কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাবনা জেলার এই অঞ্চলে জমিদারগোষ্ঠী ইংরেজ সৃষ্ট আইনের বলে ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি ও জমি থেকে উচ্ছেদ করে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধনের যে আয়োজন করেছিল তা বাংলাদেশের জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের ইতিহাসে অভিনব। অন্যদিকে পাবনা জেলার কৃষক সম্প্রদায় যে পন্থা অবলম্বন করে জমিদার গোষ্ঠীর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিল তা-ও কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে নতুনত্বের দাবি করতে পারে। এই বিদ্রোহ ছিল মূলত স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকের বিদ্রোহ। একটি প্রচলিত ধারণা ছিল যে ব্রিটিশ যুগের ভারতে কৃষক বিদ্রোহগুলি ছিল তাৎপর্যহীন এবং কৃষকরা ছিল নম্র ও দাসমনোভাবাপন্ন। পাবনার এই কৃষক বিদ্রোহ এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে।'

যে কারণে এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তা ছিল মূলত জমিদারদের পক্ষ থেকে খাজনা বাড়ানোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। খাজনা কালেক্টরের মূল্যায়ন অনুযায়ী এই খাজনা বৃদ্ধিই ছিল গ্রামবাংলার অসন্তোষের প্রধান কারণ। তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, যখনই কোনো পরগনাতে অসন্তোষ দেখা যায় তার একমাত্র কারণ ছিল খাজনা বৃদ্ধি। প্রশ্ন ওঠে জমিদারগণ কেন এই ধরনের খাজনা বাড়াতেন। প্রজারাই বা কেন এই বর্ধিত খাজনা দিতে চাইতেন না। জমিদারদের পক্ষ থেকে এই যুক্তি দেখানো হয়েছে যে জমিতে নানারকম বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদিত হতে থাকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই। পাটচাষ রীতিমতো বাড়তে থাকে এবং পাটের ভালো বাজার থাকায় চাষিরা পাটচাষ করে যথেষ্ট লাভবান হয়। তাই জমিদারেরা তাদের পুরোনো খাজনার পরিবর্তে বর্ধিত হারে খাজনা দাবি করতে থাকে। কৃষকরা কিন্তু এই দাবি পূরণে অসম্মতি জানায় এবং এই বর্ধিত খাজনাকে কেন্দ্র করে ১৮৭৩ সালের পাবনা কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়।

'পাবনার এই কৃষক বিদ্রোহ ঠিক কোন্ কারণে সংগঠিত হয়েছিল সে ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা যায়। ড. কল্যাণ সেনগুপ্ত তাঁর পুস্তকে ('Agrarian Disturbances in Pabna and the Rent Questions') এই ধরনের মন্তব্য করেছেন যে বর্ধিত খাজনাকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়নি। তাঁর মতে এই